যুগান্তর

তারিখ 22 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

# মাধ্যমিক পাঠ্যবইয়ের দাম চড়া

মুসতাক আহমদ

সিন্ডিকেটের খপ্পরে চলে গেছে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই। পরিকল্পিতভাবে কিছু সংখ্যক প্রকাশক অধিক মুনাফার লোভে বাজারে বইয়ের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, বাজারভিত্তিক খুচরা বিক্রেতারাও সিন্ডিকেট করে বইয়ের বাড়তি দাম নির্ধারণ করে নিয়েছে। ফলে দোকানের পর দোকান ঘুরেও মূল বা দাবিকৃত দামের (বর্ধিত দামসহ) কমে কোন বই মিলছে না। বই বিক্রির নামে চলছে ডাকাতি। সর্বনিম্ন ৫০ থেকে সর্বোচ্চ শতভাগ বেশি দামে পর্যন্ত বই কিনতে হচ্ছে। এই চিত্র শুধু ঢাকা শহর নয়, গোটা দেশের। সারাদেশ থেকেই বইয়ের সংকট এবং বেশি দামে বই বিক্রির অভিযোগ আসছে মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু নির্বিকার পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। তারা শুধু মনিটরিং-টিম গঠন করেই দায়িত্ব শেষ করে ফেলেছে। টিমগুলো সরেজমিন যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, কিংবা টিমের সঙ্গে সিন্ডিকেটের গোপন কোন দফারফা হয়েছে কিনা, তাও দেখার যেন কেউ নেই। ফলে সার্বিকভাবে অভিভাবক ও ক্রেতারা প্রতারিত হচ্ছেন। এ অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বুধবার দুপুরে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান ড. মহিরউদ্দিনকে টেলিফোনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দেন। এ সময় তিনি হাতেনাতে অপরাধীদের ধরাসহ সিন্ডিকেটের শেকড় অবিষ্কারের জন্য চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন।

আজিমপুরের বাসিন্দা নাজনীন নাহার লিপি জানান, তিনি মঙ্গলবার তার ছোট দাম : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৪

## দাম : চড়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বোনের জন্য নীলক্ষেতের গীতাঞ্জলি বই বিতানে সপ্তম শ্রেণীর বাংলা এবং ইংরেজি বই কিনতে যান। দু'টো বইয়ের দাম আসে ৫৫ টাকা। কিন্তু দোকানি রেখেছেন ৮০ টাকা। অর্থাৎ ৪৬ ভাগ বেশি টাকা রেখেছেন। লিপি বলেন, বেশি দাম রাখার ব্যাপারে দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলে জানান, বাজারের সব দোকানে ওই দাম রাখা হবে। কোথাও কমে মিলবে না। নীলক্ষেতের অন্যান্য দোকানসহ বাংলাবাজার, মতিঝিল, আইডিয়াল ও মিরপুরের মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, আজিমপুরের কবরস্থান মোড়সহ বিভিন্ন স্থান ঘুরে বইয়ের দামের ক্ষেত্রে ওই একই চিত্র মিলেছে। খুচরা বিক্রেতারা এ ব্যাপারে নাম প্রকাশ না করে বলেছেন, পাইকারি বাজারে তারা কমিশন পাননি। যে কারণে লাভের মুখ দেখতে তাদের বেশি দাম রাখতে হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বুধবার যুগান্তরকে জানান, প্রকাশকদের ৩০ ভাগ কমিশন দেয়া হয়েছে। সুতরাং বইয়ের দাম বেশি রাখা বা কমিশন ছাড়া পাইকারি বিক্রির কোন সুযোগ নেই। তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট কেসের জন্য সুনির্দিষ্ট ট্রিটমেন্ট করা হবে। কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, সারাদেশে ডিসিদের মাধ্যমে বইয়ের দোকানে দোকানে অভিযান চালানো হবে। যেভাবেই হোক, সিন্ডিকেটের শেকড় চিহ্নিত করে উপড়ে ফেলা হবে, বাজারে বইয়ের কৃত্রিম সংকট এবং বাড়তি দামের ব্যাপারে এনসিটিবি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জানান, বইয়ের সংকটের প্রশ্নই আসে না। পর্যাপ্ত বই বাজারে ছাড়া হয়েছে তিনি বাড়তি দাম আদায়কারী দোকানদার এবং পরিবেশক ও প্রকাশকের নাম-ঠিকানা দেয়ার জন্য শিক্ষার্থী-অভিভাবক সবার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, প্রয়োজনে এনসিটিবি থেকে ন্যায্য দামে বই মিলবে। তবে সবাইকে সে সুযোগ দেয়া যাবে কিনা, সে প্রশ্নে তিনি নীরব থাকেন। এনসিটিবি'র সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক সিরাজুল হক জানান, পাইকারি বিক্রেতাদের ১৭ ভাগ কমিশনে বই দেয়া হয়েছে। সুতরাং নির্ধারিত মূল্যের বেশি তারা কিছুতেই রাখতে পারেন না। তবে কমিশন প্রদানের বিষয়টি প্রকাশকরা নিশ্চিত করেছেন কিনা তা তিনি জানাতে পারেননি। তিনি অবশ্য দাবি করেন, মনিটরিং টিম এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বাজারে পাঠিয়ে অপরাধীদের ধরা হবে।

### এখানেই শেষ নয়

এদিকে বইয়ের কৃত্রিম সংকট আর বাড়তি দামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বিড়ম্বনা। যে বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তাও আবার ভুলে ভরাসহ নানা ধরনের ঝক্কিতে পূর্ণ। সংশ্লিষ্টরা জানান, মিতা প্রিন্টিং প্রেসের বইয়ের নবম শ্রেণীর জ্যামিতি, তিশা এন্টারপ্রাইজের গণিত, নিউ সোনালী প্রিন্টার্সের অষ্টম শ্রেণীর বাংলা, শম্পা অফসেট প্রেসের ৭ম শ্রেণীর গণিত, আইডিয়াল প্রকাশনীর নবম-দশম শ্রেণীর বীজগণিত, রুপালি প্রিন্টিং প্রেসের বাংলা বইয়ের বাঁধাইয়ে জন্য বইয়ের পাতা রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করে এনসিটিবি'র একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, অধিক বই ছাপার কার্যাদেশ লাভের সঙ্গে সরকারি কাগজ লাভের বিষয়টি জড়িত। আর এর সঙ্গে ভালো ও উন্নতমানের কাগজ চুরির বিষয়টিও জড়িত। যে কারণে প্রকাশকরা সবসময় বেশি বই ছাপতে চায়। আবার লাভের দিকটি বন্ধ করলে তখন অপ্রয়োজনের কথা জানায়।

অন্যদিকে একাধিক ব্যবসায়ী জানান, এনসিটিবি'র দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অযোগ্য অনেক প্রতিষ্ঠান বা একই ব্যক্তির অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বা সিন্ডিকেটের কিছু প্রতিষ্ঠান কাজ পাওয়ায় ফি বছর বই ছাপা ও বাঁধাইয়ে ভুল হয়ে থাকে। মূলত এ বছর ২৯১টি প্রতিষ্ঠান কাজ পেলেও বড় কয়েকটি প্রকাশনীর নেতৃত্বে ৭-৮টি প্রতিষ্ঠান সিন্ডিকেট করে বইয়ের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

### ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বই মিলবে

২০ জানুয়ারি বাজারে দ্বিতীয় কিস্তির ৩৭টি বই বাজারে ছাড়ার কথা থাকলেও ব্যর্থ হয়েছে এনসিটিবি। ১৫ জানুয়ারি এই বই বাজারে ছাড়ার প্রাথমিক তারিখ নির্ধারিত থাকলেও পুনর্নির্ধারণ করে ২০ জানুয়ারি করা হয়েছিল। রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বাজারে বই ছাড়া হয়নি। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ অবস্থায় আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বাজারে সব বই ছাড়ার যে সিদ্ধান্ত রয়েছে, তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে (অথচ ইতিপূর্বে ২৬ জানুয়ারি এসব বই বাজারে আসার কথা ছিল)। এনসিটিবি'র সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) ড. সিরাজুল হক জানান, ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই সব বই পাওয়া যাবে।

মাধ্যমিক স্তরের ৭৭টি বইয়ের মধ্যে প্রথম কিস্তিতে বাংলা, ইংরেজি ও গণিতসহ ১৪টি বই এসেছে।

### সর্বেতে ভূত!

অভিযোগ করা হয়, এনসিটিবি'র একশ্রেণীর কর্মকর্তা এবং প্রকাশকদের আঁতাতে ফি বছর বইয়ের কৃত্রিম সংকট ও দাম বৃদ্ধি, কাগজ চুরি, নিম্নমানের প্রতিষ্ঠানকে কাজ প্রদানের মতো ঘটনা ঘটছে। ১১ নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রী বাংলাবাজারে সরেজমিন পরিদর্শনে গেলে সাধু প্রকাশকরা অপর্যাপ্ত বই ছাপানোর অজুহাত দেখান। তখন মন্ত্রী স্বয়ং আরও বই ছাপার নির্দেশ দেন। এ অবস্থায় এনসিটিবি আরও ৭০ লাখ নতুন বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিলে ব্যবসায়ীরা পিছু হটে এবং মাত্র ২০ লাখ বইয়ের প্রয়োজনের কথা বলে। এরপরও ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা দেয়ার লক্ষ্যে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে (রয়্যালটি ছাড়া) বই ছাপানোর আদেশ দেয়। এনসিটিবি জানায়, আগামী, মনময়ূরী ও মৌসুমী প্রকাশনীকে নতুন ২০ লাখ বই ছাপানোর জন্য সোমবার ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে।